



জানা অজানা

বুদ্ধিমান কম্পিউটারের
খোঁজে

পূর্ব প্রকাশিতের পর —
শিখতে পারছে, তাই বুদ্ধিমান
হওয়ার পথে কম্পিউটার এক
ধাপ এগিয়ে গেছে।

কম্পিউটারের শেখাটা কীভাবে
হয়? যেমন দাবা খেলা,
প্রোগ্রাম ছাড়া কম্পিউটার
কীভাবে দাবা খেলা শিখবে
নিজে নিজে? দাবা খুব জটিল।
আগেই বলা হয়েছে, দাবায়
সত্তাবা গেমের সংখ্যা ১০৪০।
তাই এত জটিল খেলার কথা না
বলে, সহজ একটা খেলার কথা
বলি। ক্যাটকুটি খেলা।
ছোটবেলায় আমরা প্রায় সবাই
একটা খেলা খেলিলাম। এই
খেলায় অনুভূতি এবং
লক্ষ্যভাবে দুই দুই চার দাগ দিয়ে
নয়টা ঘর বানানো হয়। একজন
একটা গোল চিহ্ন দেয়,
প্রতিপক্ষ দেয় ক্রস চিহ্ন। যে
আগে সোজাসুজি বা কোনাকুনি
তিনটা চিহ্ন দিতে পারে, সে
জিতে যায়। দুজনের কেউ না
পারলে খেলা ড্র। খুবই সাধারণ
খেলা। একটু হিসাব করে
খেললে প্রতিটি ম্যাচই ড্র
করানো সম্ভব।

এখন কম্পিউটারকে যদি এই
খেলাটা আমরা শেখাতে চাই,
আসলে খুব কঠিন কোনো
প্রোগ্রাম লিখতে হবে না।
কোরবের আকার লাখ লাখ
লাইনও হবে না। কিন্তু সেই
পথে গেলে আমাদের
কম্পিউটারকে শেখানোর
আসল উদ্দেশ্যই মার খাবে।
তাই কম্পিউটারকে শেখানোর
বুদ্ধি দেখা যাক। এই বুদ্ধিটা
১৯৬৬ সালের। দেনিয়েভেন
ডোনাভুট মিশি। তিনিও অ্যালান
চুরিংশয়ের মতো দ্বিতীয়
বিশ্বযুদ্ধের সময় কাজ করছেন
ব্রেনলি পারের প্রজেক্টে,
জার্মান বাহিনীর এনক্রিপ্টেড
মেসেজ ব্রেক করতে।



ডোনাভুট মিশির পদ্ধতিতে
কোড লিখে কম্পিউটারকে
শেখানো যাবে। এই খেলা
শেখানোর জন্য তিনি বেছে
নিয়েছিলেন ম্যাচ বক্স। ম্যাচ
বক্সই হবে এই খেলার মেশিন।
এবং পর্যায়ক্রমে এই ম্যাচ বক্সই
শিখবে ক্যাটকুটি খেলা। এই
মেশিনের নাম মিশি
দিয়েছিলেন।
ক্যাটকুটি খেলায় একজন
খেলোয়াড় প্রথমে একটা চাল
দেয়। সাধারণত একটা গেমে
একজন চাল দিলে পরের গেমে
প্রতিপক্ষ দেয় প্রথম চালটা।
খেলা সহজ করার জন্য আমরা
ধরে নিই প্রতিটি গেমেই
আমাদের মিনেস আগে চাল
দেয়।

মিনেস হলো একটা ম্যাচ বক্স।
একটা ম্যাচ বক্স কীভাবে চাল
দেবে? এ জন্য আমরা একটা
বুদ্ধি করব। ১ নম্বর ছবির মতো
করে একটা ক্যাটকুটির বোর্ডে
নয় রঙের নয়টা খুঁটি রাখব।
এরপর একটা ম্যাচ বক্সের মধ্যে
ওই নয় রঙের নয়টা খুঁটি
চোকাব। এবার ম্যাচ বক্স বন্ধ
করে কাঁকুনির পর না দেখে
একটা খুঁটি বের করব। ম্যাচ
বক্সে খুঁটি ছিল নয় রঙের নয়টা।
যেকোনো একটা খুঁটি ওঠার
সম্ভাবনা সমান, নয় ভাগের এক
ভাগ। যে রঙের খুঁটি উঠবে,
আমরা দেখব সেই রঙের খুঁটি
ক্যাটকুটির বোর্ডে কোথায়
আছে। যে ঘরে থাকবে, সেটাই
হবে মিনেসের চাল। ধরা যাক
খুঁটি উঠল লাল। তাহলে
ওপরের সারির কী পাশের ঘরে
চালবে মিনেস। দেখতে হবে
ছবি-২-এর মতো।
এবার প্রতিপক্ষের চাল। ধরা
যাক আপনাই খেলছেন
মিনেসের বিপক্ষে। আপনি চাল
দিলেন একমুখা বাকের ঘরটায়।
তাহলে আমাদের ক্যাটকুটির
বোর্ডটা এখন দেখতে হবে ৩

পর্ব ২

নম্বর ছবির মতো। আবার
মিনেসের পাল। মিনেস তো
নিজে চালাতে পারে না। তাই
আমাদেরই চালাতে হবে। তবে
এখন একটু সমস্যা হয়ে যাবে।
মিনেসের চাল আমরা
নিচ্ছলাম ম্যাচ বক্স কাঁকিয়ে
দৈবচয়নে একটা খুঁটি বের
করে। কিন্তু যদি এবার লাল বা
নীল রঙের খুঁটি বের হয়,
তাহলে আমরা চালব কীভাবে?
এ দুই জায়গায় তো চাল দেওয়া
হয়েই গেছে। এই সমস্যার
সমাধান করা যায় এভাবে,
আমরা ম্যাচ বক্স থেকে লাল
আর নীল খুঁটি দুটো বের করে
ফেলি। এবার যে খুঁটি বের হবে,
তাই হবে মিনেসের চাল।
এভাবে প্রতিবার খুঁটি বের করে
করে খেললে ব্যাপারটা অনেক
কঠিন হয়ে যাবে। তাই আমরা
অন্য একটা বুদ্ধি করতে পারি।
আমরা প্রথমে দেখি, মিনেসের
পক্ষে কতটা ভিন্ন অবস্থা তৈরি
হতে পারে। একদম প্রথম
চালের জন্য তৈরি হবে একটা
অবস্থা। তখন সবগুলো ঘরই
ফাঁকা। একটা খুঁটি চালার পর
প্রতিপক্ষ একটা চাল দেবে। ঘর
ফাঁকা থাকবে সাতটি। সাতটি
ঘর ফাঁকা থাকতে পারে বিভিন্ন
কনফিগারেশনে। এভাবে হিসাব
করলে মিনেসের পাঁচটি চাল
তৈরি হওয়া সম্ভাব্য অবস্থা হতে
পারে ৩০৪টি। এই ৩০৪টি
অবস্থার জন্য যদি আমরা
৩০৪টি আলাদা ম্যাচ বক্স
বানাই, তাহলে প্রতিটি চালের
জন্য একটা করে আলাদা বক্স
ধাকবে। এই বক্সগুলোর ওপর
এবার আমরা তার চালের

পক্ষে কতটা ভিন্ন অবস্থা তৈরি
হতে পারে। একদম প্রথম
চালের জন্য তৈরি হবে একটা
অবস্থা। তখন সবগুলো ঘরই
ফাঁকা। একটা খুঁটি চালার পর
প্রতিপক্ষ একটা চাল দেবে। ঘর
ফাঁকা থাকবে সাতটি। সাতটি
ঘর ফাঁকা থাকতে পারে বিভিন্ন
কনফিগারেশনে। এভাবে হিসাব
করলে মিনেসের পাঁচটি চাল
তৈরি হওয়া সম্ভাব্য অবস্থা হতে
পারে ৩০৪টি। এই ৩০৪টি
অবস্থার জন্য যদি আমরা
৩০৪টি আলাদা ম্যাচ বক্স
বানাই, তাহলে প্রতিটি চালের
জন্য একটা করে আলাদা বক্স
ধাকবে। এই বক্সগুলোর ওপর
এবার আমরা তার চালের

অবস্থা একে দিই। কোনো
একটা চালের আগে ওই চালের
জন্য নির্ধারিত বক্সটা আমরা
ব্যবহার করব। আর ওই নির্দিষ্ট
বক্সে থাকবে ওই চালের জন্য
প্রয়োজ্য রঙের খুঁটি।
এবার কিন্তু সুন্দরভাবে
আমাদের গেম খেলা সম্ভব।
গুণু সমস্যা এক জায়গায়।
এভাবে ক্যাটকুটি খেললে পুরো
খেলা হয়ে যাবে দৈবচয়ন
ভিত্তিক। মেশিন লার্নিং বা
আমাদের মিনেসকে শেখানোর
কোনো ব্যাপার থাকছে না।
আমাদের তো মিনেসকে
শেখাতে হবে। কীভাবে
শেখাব?

এর জন্য একটা বুদ্ধি বের
করেছেন ডোনাভুট মিশি।
আমরা মিনেসের চালগুলো
পূর্ববিক্ষণ করব। যেহেতু দেখা
যাবে মিনেস অনেক ভুল চাল
দিচ্ছে, আবার কিছু চাল দেবে
ভালো। কোন চালটা ভালো
আর কোনটা খারাপ, তা যদি
আমরা বলে দিই, তাহলে তো
আর মিনেসের শেখা হলো না।
তাই আমরা তা বলে দেব না।
একটা গেমের কী কী হতে
পারে? হয় মিনেস জিতবে, ড্র
করবে অথবা হারবে। এই তিন
অবস্থার বাইরে কোনো অবস্থা
হবে না। মিনেসকে ভালো চাল
না বলে আমরা বলে দেব
জেরা ভালো এবং হারা ভালো
নয়। ড্র করা খারাপ নয়।
কিন্তু কীভাবে মিনেসকে আমরা
এটা শেখাব? মিনেস খেলার
সময় জিতবে ভালো
চালগুলোর জন্য। হারবে
খারাপ চালগুলোর জন্য। আর
ড্র করবে তুলনামূলক কম
ভালো চালগুলোর জন্য। তাই
আমরা একটা কাজ করব,
কোনো একটা খেলায় মিনেস
কোন চালগুলো দিয়েছিল তা
মার্ক করে রাখব। খেলা শেষে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

লখিমপুরের পুনরাবৃত্তি



চণ্ডীগড়, ৭ অক্টোবর। লখিমপুর
খোরির ঘটনার ৯৬ বছর মধ্য
হরিয়ানায় তার পুনরাবৃত্তি।
অভিযোগ উঠল, বিজেপি সাংসদের
গাড়ির তলায় চাপা পেয়েছেন এক
কৃষক। হরিয়ানার নারাইনগড়ে
কৃষকদের একটি বিক্ষোভ সমাবেশে
চলারকালীন এই ঘটনা ঘটেছে বলে
অভিযোগ। বৃহস্পতিবার সকালে
হরিয়ানার কৃষকদের এক বিজেপি
সাংসদ নায়ব সাহনি এবং স্থানীয়
বিধায়ক সন্দীপ সিংহ আসছেন শুনে
নারাইনগড়ের সাহনি ভবনের
বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাছিলেন
কৃষকরা। গোলামলের আশঙ্কায়
সেখানে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন
ছিল। অভিযোগ, সেখানে

আচমকিই কৃষকদের জটলায় ঢুকে
পড়ে একটি গাড়ি। গাড়ির তলায়
পড়ে যান এক কৃষক। তাঁকে উদ্ধার
করেন বাকিরা। কৃষকদের
অভিযোগ, যে গাড়ি তাঁদের চাপা
দিয়েছিল তার মালিক বিজেপি
সাংসদ নায়ব সাহনি। আহত
কৃষকের দাবি, যে গাড়িটির তলায়
তিনি চাপা পড়েছিলেন তাতে বসে
ছিলেন ওই বিজেপি সাংসদ অন্য
দিকে, গাড়িতে চাপা পড়া কৃষককে
আহত অবস্থায় উদ্ধার করে
আস্থালার কাছে নারাইনগড়ের
সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা
হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ওই
কৃষকের প্রাথমিক চিকিৎসার পর
ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। গাড়ির
মালিকের বিরুদ্ধে পুলিশ তদন্তের

দাবি জানিয়েছেন কৃষকরা।
নারাইনগড়ের সাহনি ভবনের
অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজ্যের
খনি মন্ত্রী মূলচাঁপ শর্মা, সাংসদ
নায়ব সাহনি প্রমুখ। জানা গিয়েছে,
অনুষ্ঠান শেষের পর সাংসদের
কনভয় বেরনোর সময় এই ঘটনা
ঘটে। চার দিন আগে, গত রবিবার
উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে
বিক্ষোভের কৃষকদের জটলায় ঢুকে
পড়ে একটি গাড়ি। ঘটনায় মোট ৮
জনের মৃত্যু হয়। কৃষকদের অভিযোগ,
বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র
প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির ছেলে
আনিস মিশ্র ওই গাড়ির চালক
ছিলেন। এই ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই
তোপাড়া জাতীয় রাজনীতি। সেই
আবহেই হরিয়ানার এই ঘটনা।

শপথ নিলেন
মমতা, নজির

গড়লেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ৭ অক্টোবর। বিধায়ক
পদে শপথ নিলেন মমতা বানার্জি।
তার সঙ্গে শপথ নিলেন জঙ্গিপুর
এবং সামশেরগরের উপনির্বাচনে
জয়ী প্রার্থী জাকির হোসেন ও
আমিরুল ইসলাম। রাজ্যপাল
জগদীপ ধনখড় তাঁদের শপথধাক
পাঠ করান। বৃহস্পতিবার
বিধানসভার অধিবেশন কক্ষে ৭
মিনিটের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয়।
এদিন দুপুর ১টা ৫৪ মিনিটে
বিধানসভায় তার পৌঁছোন
রাজ্যপাল। তার আগেই
বিধানসভায় পৌঁছে যান মমতা
বানার্জি। চিরাচরিত প্রথা
অনুযায়ী বিধানসভার শপথ ধাক
পাঠ করান বিধানসভার প্রোটেম
স্পিকার বা স্পিকার। যদিও এই
অধিকার রাজ্যপালের হাতেই
থাকে। তাঁর অনুমতিতেই দায়িত্ব
দেওয়া হয় প্রোটেম স্পিকার বা
স্পিকারকে। রাজ্যভবনের তরফে
বিধানসভায় জানানো হয়েছিল,
সংবিধানের ১৮৮ ধারা অনুযায়ী
শপথ গ্রহণ নিয়ে রাজ্যপাল
এতদিন যে অধিকার স্পিকারকে
দিয়েছিলেন, তা ফিরিয়ে নেওয়া
হচ্ছে। তবে শেষের দশ খোদা
রাজ্যপাল শপথ ধাক পাঠ
করান। এরপর দু'জনের মধ্যে
সৌজন্য বিনিময়ও হয়।



শ্রীনগর, ৭ অক্টোবর। দু'দিনও
গেল না। শ্রীনগরে আবার জঙ্গিদের
শিক্ষণ কাশ্মীরি পণ্ডিত সরকারি
স্কুলের দুই শিক্ষককে প্রকাশ্যে গুলি
করে খুন করল জঙ্গিরা। তাঁদের মধ্যে
এক জন মহিলা। ঘটনায় চিত্তার
ভীষণ শিক্ষক মহলে। এক পুলিশ
অফিসার জানালেন, বৃহস্পতিবার
সকাল ১১টা ১৫ নাগাদ শ্রীনগরের
সদম দীদগায় দু'জন স্কুল শিক্ষককে
গুলি করে খুন করা হয়েছে। গোটা
এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে।
দুর্ভুতদের খোঁজে তল্লাশি চলাছে।
মৃতদের এক জন কাশ্মীরি পণ্ডিত,
অন্যজন শিখ। ঘটনার তীব্র নিন্দা
করছেন কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী
ওমর আবদুল্লাহ। টুইটারে লিখেছেন,
“শ্রীনগর থেকে আমার ভয়ঙ্কর খবর

এলা আবারও নিশানা করে খুন।
এবার সিদগাহতে সরকারি স্কুলের দুই
শিক্ষককে খুন। এই ধরনের
অমানবিক কাজকে ঘৃণা বা
সমালোচনা যথেষ্ট নয়। মৃতদের
আত্মার শান্তি কামনা করছি। মঙ্গলবার
শ্রীনগরে বাবসারী মাখনলাল বিদ্যুকে
একইভাবে গুলি করে খুন করা হয়।
৭০ বছরের বিদ্যুৎ কাশ্মীরি পণ্ডিত। বহু
বছর ধরে শ্রীনগরে নিজের ফার্মেসির
ব্যবসা চালাচ্ছেন। নয়ের দশকে
বাকি কাশ্মীরি পণ্ডিত শ্রীনগর
ছেড়ে চলে গেলেও তিনি যাননি।
মঙ্গলবার শ্রীনগরে খুন হন এক
খাবার বিক্রেতা বীরেন্দ্র পাশোয়ান।
তিনি বিহারের ভাগলপুর থেকে
এসেছিলেন। বান্দিপোরায় খুন হন
স্থানীয় এক জন।



দাবি করেন, এনসিবি তাদের হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের

লাইফ স্টাইল

ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়?

সকালে ঘুম থেকে উঠে চুমুক দিন এই পানীয়তে

রাতের একটানা ৭-৮ ঘণ্টা
ঘুমের পর শরীরের দরকার
হয় বিশেষ পানীয়। কারণ, এই
সময়টা শরীর একেবারে জল
ছাড়া কাটিয়েছে। তাই
শরীরের জন্য প্রয়োজনীয়
অদ্রতা যোগাতে খালি
ভালো চালাওলোর জন্য। তাই
পরামর্শ দিয়ে থাকেন সকলে।
পাশাপাশি, সকালে ঘুম থেকে
উঠে জলের পাশাপাশি কাণ্ড
অভোস থাকে লেবু জল পান
করার, তো কেউ বেছে নেন

এক কাপ গরম থোঁয়া ওঠা চা,
কারণ আবার পছন্দ ফলের
রস। দেখে নিন ওজন
নিয়ন্ত্রণে রাখতে সকালে উঠে
ঠিক কোন পানীয় বেছে
নেন—
শরীর থেকে ক্ষতিকারক
উষ্ণীয় বের করে দিতে
অনেকেই লেবু জল পান
করে থাকেন। অনেকে
ছেড়ে আবার এটি হজম
ক্ষমতাও বাড়ায়। আসলে
লেবু জল আপনায়

সিস্টেমকে আলকালাইন বা
ক্ষারীয় করে দেয়। তাতে সারা
দিনের সমস্ত খাবার
ভালোভাবে হজম হয়।
গ্রিন টি — সকালে উঠে চা
খাওয়ার অভোস থাকলে
খেতে পারেন গ্রিন টি। খালি
পেটে দুধ চা না খাওয়াই
সঙ্গে চায়ে চিনি
ব্যবহার করলে ওজন বাড়ার
সম্ভাবনা থাকে। গ্রিন টি-র
সঙ্গে সামান্য লেবুর রস
মিশিয়ে গরম গরম খান।

সেনা কলেজের
প্রবেশিকামেয়েদের বসার
দ্রুত ব্যবস্থা করার
নির্দেশ কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর। আগামী
ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রীয় ইন্ডিয়ান
মিলিটারি কলেজ
(আরআইএমসি)- এর যে
প্রবেশিকা পরীক্ষা হওয়ার কথা
হয়েছে, তাতে মেয়েরাও যাতে
বসতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা
হোক। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রকে
এমনই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।
সেই সঙ্গে মেয়েরাও যাতে
ডিসেম্বরের প্রবেশিকা পরীক্ষায়
বসার সুযোগ হাতছাড়া না করেন,
সে বিষয়েও জোর দিল শীর্ষ
আদালত। আগামী বছর জুনের
প্রবেশিকা পরীক্ষায় যাতে মেয়েরা
বসতে পারেন, সেই লক্ষ্য নিয়েই
শুরুর থেকে ব্যবস্থা নিয়েছে কেন্দ্র।
শীর্ষ আদালতকে সে বিষয়ে
জানানোও হয়েছে। তার
প্রেক্ষিতেই বৃহস্পতিবার বিচারপতি
এসকে কলার বেঞ্চ বলে, পরীক্ষা
পরের বছর হলে তাঁদের (মেয়ে
পরীক্ষার্থী) কলেজে ভর্তি হতে হতে
● এরপর দুইয়ের পাতায়

যোগী-টিকায়ত
গোপন আঁতাত?

চণ্ডীগড়, ৭ অক্টোবর। বৃহবার জাঠ
কৃষক নেতা মহেন্দ্র সিংহ
টিকায়তের জন্মদিনে জুড়ির বন্যা
বইয়ে দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের
মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। আর
তার ঠিক আগের দিনে লখিমপুর
খোরির ক্ষোভ প্রকাশিত করার কাজে
যোগী সরকারকে কার্যত সাহায্য
করতেই দেখা গেল মহেন্দ্র সিংহের
ছেলে তথা সংযুক্ত কিসান মোর্চার
নেতা রাকেশ টিকায়তকে। এই দুই
ঘটনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন সংযোগের
সম্ভাবনায় নড়েচড়ে বসেছে
ভোটের মুখে দাঁড়ানো
উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক মহল।
গত দেড় বছর ধরে দিল্লির সীমানায়
তিনি টি কেন্দ্রীয় কৃষি আইন
প্রত্যাহারের দাবিতে তীব্র
আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন
রাকেশ টিকায়ত। উত্তরপ্রদেশের
কৃষক সমাজে প্রবল প্রভাবশালী এই
টিকায়ত পরিবারকে নিজেরপতি
এসকে কলার বেঞ্চ বলে, পরীক্ষা
পরের বছর হলে তাঁদের (মেয়ে
পরীক্ষার্থী) কলেজে ভর্তি হতে হতে
● এরপর দুইয়ের পাতায়

বাণিজ্যমন্ত্রী পীযুষ গয়াল দফায় দফায়
কথা বলেছেন প্রয়াত মহেন্দ্র দুই
পুত্র নরেশ এবং রাকেশের সঙ্গে।
উত্তরপ্রদেশের জাঠ বলয়ে অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ এই পরিবারের সঙ্গে সখ্য
করে ভোটে ফয়দা তোলা যদি
বিজেপি নেতৃত্বের প্রথম উদ্দেশ্য
হয়, তা হলে দ্বিতীয়টি হল কৃষি
আন্দোলনের একে চিড় ধরানো
এমনটাই মনে করছে স্থানীয় শিবির।
লখিমপুর খোরির ঘটনার রাকেশ
টিকায়তকে সরকারের পাশে
দাঁড়াতে দেখে প্রশ্ন উঠছে, তিনি
কি তা হলে কিছুই বিনিময়ে শিবির
বদলাতে চলেছেন? ঘটনা হল,
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ছেলের গাড়িতে পিষ্ট
হয়ে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে
অভিযোগ, তাঁদের দেহগুলির
সংস্কারের প্রথমে রাজি হচ্ছিল না
পরিবার। বাড়িছিল কৃষকদের ক্ষোভ।
কিন্তু মৃতদের পরিবারকে ৪৫ লক্ষ
টাকা-সহ বিভিন্ন ক্ষতিপূরণ দেওয়া,
সংস্কারের ব্যবস্থা, ধর্ম উঠিয়ে
দেওয়া এই সব কাজে উত্তরপ্রদেশের
পুলিশ এবং প্রশাসনের পাশে দেখা

● এরপর দুইয়ের পাতায়

পদ্ম-সফর শেষে ঘরে
ফিরলেন সব্যসাচী দত্ত

কলকাতা, ৭ অক্টোবর। ২০১৯
সালের দেবীপক্ষে তৃণমূল ছেড়ে
বিজেপি-তে যোগ দিয়েছিলেন
বিধানসভার প্রাক্তন মেয়র
সব্যসাচী দত্ত। ২০২১-এর
দেবীপক্ষে ফিরলেন পুরনো দলে।
বৃহস্পতিবার বিধানসভায় গিয়ে
তৃণমূলের মহাসচিব ও রাজ্যের মন্ত্রী
পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে
তৃণমূলে ফিরলেন তিনি। সেখানে
উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আর এক
মন্ত্রী ফিরদাউস হাকিম। তৃণমূলে যোগ
দিয়ে সব্যসাচী বলেন, “ভুল
বোকাবুধির জন্য দল ছেড়েছিলাম।
আমায় আমার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রহণ করেছেন। পার্শদ, ববিদ গ্রহণ
করেছেন। আমি কৃতজ্ঞ। দল

যেভাবে বলবে সেভাবে কাজ
করব।” বিজেপি-তে থাকলেও
সব্যসাচীর বিরুদ্ধে নানা বিষয়ে
দলবিরোধী মন্তব্যের অভিযোগ
উঠছিল বার বার। এই দুর্গাপূজা
নিয়েও বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য
সভাপতি দিলীপ ঘোষের সঙ্গে
দ্বৈধথে জড়ান তিনি। এ বছর পূজো
হবে কি না তা নিয়ে বিজেপি
দোলাচলে থাকায় সব্যসাচী
সংবাদমাধ্যমকে জানান, গতবার
ভোট ছিল তাই পূজো হয়েছে।
এবার ভোট নেই তাই পূজো নেই।
এর প্রেক্ষিতেই দিলীপ বলেন,
“নিবি অনুযায়ী পূজো হওয়া উচিত।
ভোট দেখে পূজো হওয়া ঠিক নয়।
যাঁরা পূজো করেছিলেন তাঁদের

চিন্তাভাবনা করা উচিত।” এর পরে
বৃহবারও দিলীপের সঙ্গে তাঁর
মত পার্থক্য প্রকাশ্যে এসেছে,
লখিমপুর খোরির ঘটনা নিয়ে।
সেখানে তৃণমূল-সহ বিরোধীদের
যেতে না দেওয়ার বিরুদ্ধেও সরব
হয়েছেন সব্যসাচী। আর তাতেই
দিলীপের সঙ্গে ফের দ্বৈধতা।
মঙ্গলবার দিলীপ যোগী
আদিত্যনাথের সরকারের
পদত্যাগকে সমর্থন জানিয়ে
বলেছিলেন, “১৪৪ ধারা জারি করে
প্রশাসন সঠিক পদক্ষেপ করেছে।”
বৃহবার সব্যসাচী বলেন, “কোনও
আন্দোলনকে দমিয়ে দেওয়া পদ্ধতি
হতে পারে না। এটা গণতান্ত্রিক দেশ,
● এরপর দুইয়ের পাতায়

জাতীয় কর্মসমিতি থেকে
বাদ বরণ গান্ধী পরিবার

লখনউ, ৭ অক্টোবর। বিজেপি-র
জাতীয় কর্মসমিতি থেকে ছেঁটে
ফেলা হল বরণ গান্ধীকে। বাদ
পড়লেন তাঁর মা মেনকাও।
সম্প্রতি লখিমপুর হিংসার পর কৃষক
হত্যার নিন্দা করেছিলেন বরণ।
মহাশা গান্ধীর জন্মদিবসে নাথুরাম
গড়সের জুটির বিরুদ্ধেও সরব
হয়েছিলেন। তারই জেরে বরণকে
দলের অন্তরে আরও কোঠাসা করে
দেওয়া হল বলে মনে করছেন
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ।
বৃহবার টুইটারে বরণ নতুন করে
লখিমপুর প্রসঙ্গ তুলে লিখেছিলেন
‘খুন করে প্রতিবাদকারীদের চূপ
করানো যাবে না।’ পাশাপাশি,
প্রতিবাদী কৃষকদের গাড়ি পিষে
দেওয়ার যে ভিডিও প্রকাশ্যে
এসেছে তা ‘পুরোপুরি স্পষ্ট’।
ঘটনার মূল অভিযুক্ত, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র
প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্রের ছেলে
আনিসের শাস্তিরও দাবি তোলেন
তিনি। এর আগে গান্ধী জয়ন্তীতে

ভারতে টুইটারে রাজনৈতিক
আলোচনায় সব থেকে চর্চিত বিষয়
হয়ে উঠেছিল ‘নাথুরাম গড়সে
জিন্দাবাদ’। গান্ধীর জন্মদিনে বহু
মানুষ গড়সের জয়ধ্বনি দেওয়ায়
টুইটারে ‘নাথুরাম গড়সে জিন্দাবাদ’
ট্রেন্ড করেছিল। বরণ সেই ঘটনার
নিন্দা করে বলেছিলেন। তিনি
বলেছিলেন, “যারা গড়সে
জিন্দাবাদ বলে টুইট করছে, তারা
দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে দেশের মুখ
পোড়াচ্ছে।” পাশাপাশি, ‘ওই সব
উদ্দামদের’ কোনও ভাবেই
রাজনীতির মূল স্রোতে ঢুকতে
দেওয়া চলবে না বলে সওয়াল
করেন তিনি। ঘটনাচক্রে, তার এক
সপ্তাহের মধ্যেই বিজেপির ‘মূল
স্রোতের’ বাইরে চলে গেলেন
তিনি। প্রসঙ্গত, ২০০৯ থেকে টানা
তিন বার লোকসভা থেকে ভোট
জিতেছেন বরণ। উত্তরপ্রদেশের
পিলিভিট এবং সুলতানপুর থেকে।
● এরপর দুইয়ের পাতায়

লাইফ স্টাইল

ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়?

সকালে ঘুম থেকে উঠে চুমুক দিন এই পানীয়তে

সেখবেন ঘুম উঠাও হবে,
উপকারও টের পাবেন
সম্মানবোধের মধ্যে।
আমলকি-আলোভেরা জুস
— আমলকি ছোট ছোট
টুকরায় করে কেটে ১ গ্লাস
জলের সঙ্গে পিষে ব্লেন্ড করে
মিন। এর মধ্যে এক চামাচ
আলোভেরা জুস দিন। এটি
মেটাবলিজম বাড়ায়। হজম
ক্ষমতাও বাড়িয়ে তোলে।
যার ফলে আর ফেট ফাঁপার
সমস্যাও হবে না।

